দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 JUN 2007
পৃষ্ঠা কলাম

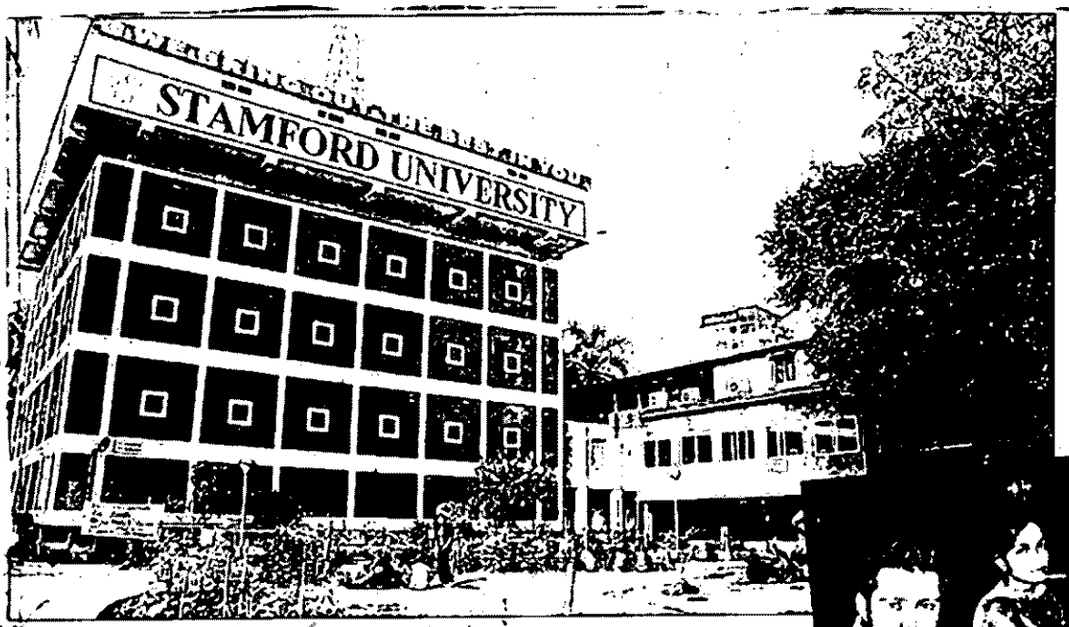

পড়ালেখা যখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে

শরিফুল বারী টুটুল

চলছে এইচএসসি পরীক্ষা। পরীক্ষার ফল প্রকাশের অব্যাহতি পর থেকে শুরু হবে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা নেবার পালা। দেশের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সীমিত। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন সংখ্যা মাত্র ৩০ হাজারের মত। অথচ প্রতি বছর এইচএসসি পাস করছে এর চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী। তাই অধিকাংশ মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী এমনি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির সুযোগ থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। তদুপরি, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেগেই থাকে সেশনজট আর রাজনৈতিক অস্থিরতা। এমনি সংকট থেকে উত্তরণের জন্য ১৯৯২ সালের ৯ আগস্ট প্রণীত আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৭টি। সেখান থেকে প্রতিবছর উচ্চশিক্ষা নিয়ে বেরুচ্ছে এক লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী। নির্দিষ্ট সময়ে সিলেবাস এবং কোর্স আউটলাইন শুরু ও শেষ করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মডেলে হতে পেরেছে।

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্রী মেহজাবিন আনাম যেমনটা বলছিলেন, আমাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি না থাকাতে আন্দোলন কিংবা ক্লাস বর্জনের ঝামেলা নেই।, সেশনজটের সমস্যা না থাকায় যথাসময়ে কোর্স শেষ করতে পারছে শিক্ষার্থীরা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার্থে ভিনদেশে পাড়ি জমাত। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির ছাত্র আশরাফুজ্জামান জানালেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর আগে যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমাত তারা আর বিদেশে যাচ্ছে না। ফলে সাশ্রয় হচ্ছে অর্থ পাশাপাশি রোধ করা সম্ভব হয়েছে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধা পাচারকেও।

প্রতিবছর যে পরিমাণ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করে তার সাথে যোগ হয় আগের বছরের শিক্ষার্থীরাও। এদের প্রায় ৭০ ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায় না। এ ব্যাপারে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ছাত্রী তাজনিম ঐশী বললেন, শুধুমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বদৌলতে এমনি শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে উন্নত শিক্ষা ও সনদ। এ কথার সূত্র ধরে ইউডার ছাত্র মুশফিক চৌধুরী জানালেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ বঞ্চিতরাই যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এটি ঠিক নয়। অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থাকার পরও ভর্তি হচ্ছে মানসম্মত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

উন্নতমানের সিলেবাস, সঠিক সময়ে সিলেবাস শেষকরণ, শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাইয়ের বিভিন্নমুখী ই-ভ্যালুয়েশন, শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষকদের ই-ভ্যালুয়েশন প্রয়োগ প্রভৃতি প্রচলন রয়েছে অনেক ভাল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ প্রসঙ্গে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ছাত্রী তনিমা শারমিন বললেন, আমাদেরসহ অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কিছু আধুনিক ও সময়োপযোগী কোর্স ও বিষয় খোলা হয়েছে যে বিষয়গুলো দেশের অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও নেই।

উচ্চহারের টিউশন ফির কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র পড়তে পারে উচ্চবিত্তের সন্তানেরা। নিম্ন ও মধ্যবিত্তের কাছে যা কল্পনাবিলাস মাত্র। একথা তুলতেই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির ছাত্র ওমর নাসিফ জানালেন, সরকারি কোন অনুদান নেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে। ভাল কোর্সের পাশাপাশি শিক্ষক, ল্যাব, লাইব্রেরিসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত ও একাডেমিক সুবিধা দেয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আর তাই স্বভাবতই টিউশন ফিটা বেশি এখানে। একথার সূত্র ধরে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ফাইজা রহমান বললেন, উচ্চ টিউশন ফি পাশাপাশি এখানে কিন্তু গরীব ও মেধাবীদের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে ১০% ফি ফ্রি রাখার এবং বৃত্তির।

দেশের ভাল বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে রয়েছে ক্রেডিট ট্রান্সফারের চুক্তি। তবে শিক্ষার্থীকে মোট কোর্সের অর্ধেক শেষ করতে হবে বাংলাদেশেই। এ ব্যাপারে ইবাইস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ছাত্র শামীম শরীফ জানালেন, ভালো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চুক্তি রয়েছে অনেক বিদেশী নামিদামী বিশ্ববিদ্যালয়ের। এ সুযোগটা কিন্তু নেই আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী শিক্ষার্থী আসছে পড়ালেখা করার জন্য। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি ও প্রাইভেট সেক্টরকে উচ্চশিক্ষায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেশনজট ও রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ আনুষঙ্গিক সমস্যার মাঝে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হতে পারে এ দেশের উচ্চশিক্ষা বিড়ম্বিত শিক্ষার্থীদের আস্থাভাজন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান।